দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 NOV 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

16

মহাখালীতে ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধ ॥ নিহত ১

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার মহাখালী এলাকায় ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে আবুজর গিফারী কলেজের ছাত্র আ, স, ম মাহবুবুল হাকিম (১৮) নিহত এবং সুমন নামে ১২ বছর বয়সের একটি বালক আহত হয়েছে। সুমন পথচারী ছিল। দু'গ্রুপের এলোপাতাড়ি গুলিতে সে আহত হয় বলে জানিয়েছে। দিনভর দু'গ্রুপের সশস্ত্র ক্যাডারদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এলাকার লোকজন আশংকা করছেন যে, হাকিম হত্যাকাণ্ডের জের হিসেবে আরো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে

বন্দুক যুদ্ধ ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৩

বন্দুকযুদ্ধ ঃ ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপের সৃষ্টি হয়। আবুজর গিফারী কলেজের ছাত্র হাকিম স্থানীয় ছাত্রদলের একজন নেতা। সে তিতুমীর কলেজ ছাত্রদলের একটি গ্রুপের, সঙ্গে চলাফেরা করত। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কলেজ ছাত্র সংসদে ছাত্রদলের একটি গ্রুপের নেতারা নির্বাচিত হয়। এরপর থেকে বিবদমান গ্রুপ দু'টির সংঘাত আরো তীব্র হয়েছে।

এনিয়ে গত মঙ্গলবার রাতভর থেমে থেমে দু'দলের মধ্যে গোলাগুলি ও বোমাবাজি চলে। গতকাল বুধবার সকালেও কয়েকদফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়।

পারিবারিক সূত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সকাল ১১টার দিকে হাকিমের বড় ভাই ডালিম বাসার কাছেই একটি দোকানে বসে পত্রিকা পড়ছিল। এ সময়ে ছাত্রদল নেতা হারু তার দলবল ডালিমের মাথায় পিস্তল দিয়ে আঘাত করে চলে যায়। এই ঘটনার পর দু'গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। দুপুর ১টার দিকে সশস্ত্র একটি গ্রুপ হাকিমদের মহাখালীস্থ জিপি গ-১৬০ নম্বরের বাসায় হামলা চালালে দু'গ্রুপের মধ্যে গোলাগালি শুরু হয়। এক পর্যায়ে হাকিম তাদের বাসার সামনে বুলেটবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গুলশান থানা পুলিশ জানায়, হাকিমের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে মোসলেহউদ্দিন নামে একজন যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।